দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা শনিবার, ১১ আষাঢ় ১৪১৮, ২৫ জুন ২০১১

শিক্ষা বাজেট (২০১১-২০১২) প্রসঙ্গে

ড. এম আজিজুর রহমান

শিক্ষাখাতে সামগ্রীক বাজেট বাড়াতে হবে। গবেষণা কার্যক্রমের সম্প্রসারণকল্পে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বাজেট বৃদ্ধিকরণ জরুরি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আলাদা বাজেট অনুমোদন প্রয়োজন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়ের ওপর অযৌক্তিকভাবে প্রস্তাবিত আয়কর ও বাড়ি ভাড়ার ওপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়। ১৬ কোটি লোকের ছোট আয়তনের জনবহুল বাংলাদেশে কৃষি প্রধান, গ্রামীণ এবং দারিদ্র্যপীড়িত। প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১,০০০ লোকের বাস। এরূপ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বিশ্বে বিরল। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে এদেশে তেমন কিছুই নেই। আছে শুধু মাটি ও মানুষ ও সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ। এই মাটি ও মানুষকে কাজে লাগাতে গেল মানবসম্পদ তৈরির কোন বিকল্প নেই। Asian-r growth center-দেশগুলোর মতো বাংলাদেশের শিক্ষার হার উৎকর্ষতার সাথে শতকরা ১০০ ভাগে বাড়িয়ে এ দেশের মানুষকে করতে হবে ফলপ্রসূ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। বাংলাদেশে বিপুল জনসংখ্যার জন্য যথার্থ পরিমাণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা অত্যাবশ্যক। অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, শিক্ষা মানুষের সবকিছু বদলিয়ে দেয়। প্রতিবেশি দেশের তুলনায় শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। শিক্ষা হতে হবে গুণগত ও মানসম্পন্ন। তাই শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের প্রচলিত নিয়মের শিক্ষা বাজেট gorss Domestic Product (GDP) বা মোট দেশজ উৎপাদনের মাত্র ২-৩ ভাগ। অথচ প্রতিবেশি দেশগুলোতে শিক্ষাখাতে বাজেট অনেক বেশি বা GDP-এর ৬ থেকে ৭ ভাগ। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের বাজেট হতে হবে তদ্রূপ। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেটের অধিকাংশ ব্যয় হয় অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদান করতে। আরো বিশাল অংকের খরচ হয় প্রশাসনিক অবকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ সাপেক্ষে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের অনুমোদিত বাজেটের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। যেমন ২০০৪-২০০৫ সালে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেতন ভাতাদি বাবদ মোট বাজেটের প্রায় শতকরা ৬৬% ব্যয় হয়। প্রশাসনিক অবকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ সাপেক্ষে ব্যয় হয় শতকরা ১৯ ভাগ। সরকারি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট খাতে সম্পূর্ণ বাজেটের মাত্র ১৫ ভাগ ব্যয় করা সম্ভব হয়। পরবর্তী বৎসরগুলোতে (২০০৫-২০০৯) শিক্ষা সংশ্লিষ্ট খাতের বাজেটের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে মাত্র শতকরা ১৩ ভাগে দাঁড়ায়। বেতনভাতাদি বাবদ খরচ ৬৯% এ বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনিক অবকাঠামোর রক্ষাবেক্ষণে ব্যয় হয় শতকরা ১৮ ভাগ। অতি সম্প্রতি বেতন ভাতাদি বাবদ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন বৃদ্ধি পেয়ে ৭২% এ দাঁড়ায়। সরকারি শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস পেয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মোট বাজেটের শতকরা মাত্র ১১ ভাগ এ নেমে আসে।

ওপরে আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেট এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বাজেট অতি অপ্রতুল। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি পায়। বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি করতে গিয়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বাজেট প্রতি বৎসরই হ্রাস পায়। এটা শিক্ষাখাতের জন্য মোটেও ইতিবাচক সংবাদ নয়। Lab, Library ও গবেষণা খাতে আর্থিক সংকট বাড়ছে এবং শিক্ষার মান কমছে। বড়ই দুঃখের বিষয় বিগত ১০০ বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানের তালিকায় জায়গা করে নিতে পারেনি। সমস্যা একটাই যা হলো গবেষণার পরিবেশ, বাজেট এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের অপ্রতুলতা। এই প্রবন্ধে আর্থিক বাজেট বৃদ্ধি বা বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত রাজস্ব নীতি (Fiscal policy) গ্রহণ প্রসঙ্গে আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ:

× সামগ্রিক শিক্ষা বাজেট বাড়িয়ে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP এর শতকরা ৬-৭ ভাগ করা হোক। শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেননের সাথে একমত পোষণ করে আমরা সুপারিশ করছি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক বাৎসরিক বাজেটের অংশ হিসেবে শিক্ষাখাতের অনুমোদন মোট বাজেটের শতকরা ১৪ থেকে ২০ ভাগে উন্নীত করা হোক।

× সামগ্রিক বাজেট ও শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করতে গেলে সরকারের বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের মানুষ আয়কর দেয় না বললেই চলে সরকার যথার্থ পরিমাণ Tax revenue উপার্জন করতে পারে না। প্রায় ১৬ কোটি লোকের এদেশে মাত্র ২৭ লাখ লোকের Tax Identification Number (TIN) আছে। আসলে আয়কর দাতার সংখ্যা মাত্র ৭ লক্ষ্য বা শতকরা ০.৫ ভাগ। এই পরিসংখ্যান মতে সরকারের আয় অতি অপ্রতুল। বাস্তবে সরকারের পক্ষে সবকিছু করা কঠিন। ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ। উল্লেখিত, ঢাকায় রিকসাওয়ালা ও বস্তিবাসী ছাড়া বাকি প্রায় সবারই আয় Taxable income। সংক্ষেপে সরকারের আয়করের আওতা, হার ও মূল্য সংযোজন কর (VAT) সবগুলো বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং করতে হবে। তাহলে বাজেট ঘাটতি তেমন বৃদ্ধি পাবে না।

× প্রতি বৎসর গড়ে ৫-৬ লাখ ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে। তার মাত্র ৯ থেকে ১০ ভাগ ৫০ থেকে ৬০ হাজার ছাত্র সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারে। এদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি না হলে উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যেত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, মানবিক ও সামাজিক কারণে শিক্ষা নামক সেবা সামগ্রী প্রদানের দায় দায়িত্ব ব্যাপকভাবে সরকারের ওপরই অর্পিত। বিশ্বের অনেক দেশে সর্বস্তরের শিক্ষার দায়দায়িত্ব বহন করে ওইসব দেশের সরকার। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলে ছাত্র বেতনে। এই ছাত্রদের পিতা মাতার প্রদেয় আয়কর থেকে পরিচালিত হয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আবার আয়কর দাতাদের সন্তানরা উচ্চ বেতন প্রদান করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। একই পিতা-মাতা কর প্রদানের মাধ্যমে একবার খরচের যোগান দিচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সাপেক্ষে আবার বিপুল পরিমাণের ছাত্র বেতন যোগান দিয়ে সন্তানদের পড়াচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর যদি আয়কর বা Income tax এবং তাদের বাড়ি ভাড়ার ওপরে মূল্য সংযোজন কর বা VAT চালু করা হয় এ খরচটাও ঘুরে ফিরে একই পিতা-মাতার ওপর অর্পিত হয় যা বড় অমানবিক। একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর ওপরে অতিরিক্ত আয়কর আদায় উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করে এবং যা দেশের সার্বিক বিনিয়োগ ও উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

× আবারও উল্লেখ্য, শিক্ষাখাতে সামগ্রিক বাজেট বাড়াতে হবে। গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণকল্পে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বাজেট বাড়াতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আলাদা বাজেট অনুমোদন প্রয়োজন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অযৌক্তিকভাবে প্রস্তাবিত আয়কর ও বাড়ি ভাড়ার ওপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষাখাতে সামগ্রিক বাজেট বাড়াতে হবে। গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণকল্পে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বাজেট বাড়াতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আলাদা বাজেট অনুমোদন প্রয়োজন।

লেখক : ভিসি
উত্তরা ইউনিভার্সিটি